সমকাল

তারিখ 04 OCT 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ

শিক্ষার্থীরা কেউ পাচ্ছেন বিশেষ সুবিধা, কেউ হয়রানির শিকার

■ নোয়াখালী প্রতিনিধি

নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের শুরুতেই আবাসন ও যাতায়াত নিয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন নোয়াখালী মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা। কেউ কেউ আবার রাজনৈতিক বিবেচনা এবং কলেজ প্রশাসনের নেক-নজরের কারণে পাচ্ছেন বিশেষ সুবিধা। কলেজের নিজস্ব হাসপাতাল নির্মিত না হওয়ায় নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য কোনো ধরনের যানবাহন না থাকা এবং ছাত্রাবাসের নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ায় এ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। এদিকে জেলা বিএমএর একক কর্তৃত্বের অভিযোগ করেছেন একাধিক শিক্ষার্থী। অধ্যক্ষের পাশাপাশি বিএমএর বিরুদ্ধে সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর অভিযোগ করেছেন অনেকে। কলেজ প্রশাসন এসব অভিযোগ অস্বীকার করলেও বিএমএর সেক্রেটারি ডা. আবদুস সাত্তার ভূঁইয়াজি বলছেন, বিএমএ স্বাস্থ্য খাতের অভিভাবক। তাই তারা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কোনো ধরনের কর্তৃত্ব খাটানোর অভিযোগ সত্য নয়। গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী নাসিম খান বলছেন, ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীনিবাস নির্মাণের কাজ চলছে। এটি সম্পন্ন হলে হয়তো আবাসিক সংকট নিরসন হবে। বেগমগঞ্জ উপজেলার ফিরওয়ারিশপুরে ২৬ একর জমিতে নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের জন্য একাডেমী ভবন নির্মিত হয়, যা চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নোয়াখালী সফরকালে উদ্বোধন করেন। ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ চললেও ২১ সেপ্টেম্বর নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হয় নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ। একাডেমিক ভবনে শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনায় কেউ কেউ বিশেষ সুবিধা পেয়ে যান। ভবনের একটি ফ্লোরে থাকতে দেওয়া হয় ৭৪ ছাত্রকে। প্রায় একই আয়তনের একটি রুমে থাকতে দেওয়া হয় ২২ ছাত্রকে।

অধ্যক্ষ আবদুস সালাম জানান, তিনি কলেজের অভিভাবক। শিক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই ক্যাম্পাসে একাডেমিক ভবনে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। যাতায়াত সমস্যা সমাধানে শিগগিরই বাসের ব্যবস্থা করা হবে।